নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী রিভিশন অধিক্ষেত্র)
উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী রিভিশন নং ১০৭৩/১৯৯৫

মোঃ সুলতান ওরফে মোঃ সুলতান আলী
----আসামী-দরখাস্তকারী।
-বনাম-
রাষ্ট্র
------প্রতিবাদী

এ্যাডভোকেট উপস্থিত নাই।

----আসামী-দরখাস্তকারীপক্ষে

এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে
এ্যাডভোকেট লাকী আক্তার, সহকার এ্যাটনী জেনারেল
এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

-- রাষ্ট্রপক্ষে।

শুনানী তারিখঃ ০৯.০২.২০২৩ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ১৫.০২.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত, ঠাকুরগাঁও কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং-১৫/১৯৯৩-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৪.০৫.১৯৯৫ তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী রিভিশন।

অত্র মোকদ্দমাটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরন এই যে,

জনাব মোঃ আঃ রউফ সরকার, সহকারী প্রকৌশলী, ষ্টোর অফিসার, ঠাকুরগাঁও যান্ত্রীক ষ্টোর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ঠাকুরগাঁও বিগত ইংরেজী ০৯.০৪.১৯৯০ তারিখ অপরাহ্ন ১৩.৪৫ মিঃ সময় ঠাকুরগাঁও থানায় হাতেনাতে ধৃত চোর মোঃ সুলতান এবং কিছু চোরাই মাল উপস্থিত করতঃ এক লিখিত এজাহার দায়ের করেন। অতঃপর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপরোক্ত লিখিত এজাহার পেয়ে নিয়মিত মামলা রুজু করেন এবং উক্ত থানার দারোগা মোঃ আঃ সালাম এর উপর তদন্তভার অর্পন করেন। তদন্তকারী দারোগা তদন্ত অন্তে আসামী সুলতানসহ অপর ৪ জনের বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ৪৫৭/৩৮০/৪১১ ধারার অভিযোগে অভিযোগ পত্র দাখিল করেন। আসামীগণের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানের জন্য বাদী-রাষ্ট্রপক্ষে মোট ৭ জন সাক্ষ্য প্রদান করেন। সাক্ষ্য গ্রহন শেষে বিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীগণকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করেন।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বিজ্ঞ ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ২৭.০৫.১৯৯৩ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশমূলে আসামী মোঃ সুলতান ওরফে মোঃ সুলতান আলী এর বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৪৫৭ এবং ৩৮০ ধারায় অভিযোগ প্রমাণ পেয়ে উক্ত ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে দন্ডবিধির ৩৮০ ধারার অপরাধের জন্য ০১ (এক) বছর বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ১০০০/- (এক হাজার) টাকা অর্থদন্ড প্রদান করেন। অনাদায়ে আরো ১ (এক) মাস বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করেন। দন্ডবিধি ৪৫৭ ধারার অপরাধের জন্য ০২ (দুই) বৎসর বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ১০০০/- (এক হাজার) টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করেন। অনাদায়ে আরো ১ (এক) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন।

উপরিল্লিখিত রায় ও দন্ডাদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে আসামী-আপীলকারী ফৌজদারী আপিল মোকদ্দমা নং ১৫/১৯৯৩ দাখিল করলে বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, ঠাকুরগাঁও শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ০৪.০৫.১৯৯৫ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশে আপীলটি নামঞ্জুর করেন।

অতঃপর বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, ঠাকুরগাঁও কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মোকদ্দমা নং ১৫/১৯৯৩-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৪.০৫.৯৫ তারিখের রায় ও আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে দরখাস্তকারী অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্ত দাখিল করে রুলটি প্রাপ্ত হন।

দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত। অপরদিকে, রাষ্ট্র-বিবাদী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এটর্নী জেনারেল বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্ত এবং নথী বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হলো। রাষ্ট্র-বিবাদীপক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এটর্নী জেনারেল এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হলো।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও কর্তৃক জি. আর. মামলা নং-৫২/১৯৯০-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৭.০৫.১৯৯৩ তারিখের রায়টি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

গত ০৮.০৪.৯০ ইং দিবাগত রাত্রে ২.৩০/৩ টায় বাঃ পাঃ উঃ বোর্ড, ঠাকুরগাঁও এ কর্তব্যরত নৈশ্য প্রহরী উত্তম কুমার ও স্বেত কুমার ষ্টোরের দিকে টহল দেওয়ার সময় ৩/৪ জন ব্যক্তিদের দৌড়ে পালিয়ে যেতে দেখলে ধরার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় এবং ফিরে এসে গুদাম ঘরের নিকটে বেশ কিছু রিপিয়ার স্লিপ ফরডব জি, পি, ফ্লেম ফর এন্ড বিক্ষিপ্ত ভাবে পরে থাকতে দেখে এবং আসামী সুলতানকে উক্ত গুদামের ভিতরে আটক অবস্থায় দেখে হেড গার্ড আঃ সালামকে খবর দেয়। আঃ সালাম ঘটনাস্থলে এসে বাহির হতে গুদামের ভিতর এ একজন চোর আসামী সুলতানকে দেখে সংশ্লিস্ট কর্মকর্তাকে খবর দেয়। এজাহারকারী আঃ রউফ সরকার সহকারী প্রকৌশলী ষ্টোর অফিসার এবং অমল

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

কুমার চক্রবর্তী উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, ঠাকুরগাঁও যান্ত্রিক উপ-বিভাগ টেলিফোনে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঠাকুরগাঁও থানাকে জানালে তিনি ঘটনাস্থলে ০৯.০৪.৯০ তারিখ সকাল অনুমান ৮.৩০ মিঃ এর সময় আসেন এবং গুদাম ঘরে আটককৃত চোর সুলতানকে এবং ষ্টোরের আশপাশের ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকা মালামাল দেখেন, পরে তার নির্দেশক্রমে নির্বাহী প্রকৌশলী ঠাকুরগাঁও যান্ত্রিক বিভাগের উপস্থিতিতে গুদামের সীল খুলে চোরকে বের করে চোরসহ বিক্ষিপ্ত ভাবে পরে থাকা মালামাল থানা কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করে উপরোক্ত ঘটনা জানিয়ে এজাহারকারী আঃ রউফ সরকার, ঠাকুরগাঁও থানায় মামলা রুজু করেন। অতঃপর দাঃ আঃ সালাম ঘটনা তদন্ত করেন। আসামী (১) সুলতান আলীর বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ৪৫৭/৩৮০/৪১১ ধারায় এবং আসামী (১) রঞ্জু মানিক এবং রফিকের বিরুদ্ধে ৪৫৭/৩৮০ ধারায় অভিযোগ পত্র দাখিল করেন।

অতঃপর আসামী সুলতান, রঞ্জু, মানিক এবং রফিকের বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ৪৫৭/৩৮০ ধারায় অভিযোগ গঠন করা হয়। সরকার পক্ষের ৭ (সাত) জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ সম্পন্ন হলে উপস্থিত আসামীদেরকে ফৌঃ কাঃ বিঃ ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হলে তারা প্রত্যেককে নির্দোষ বলে দাবী করে এবং সাফাই সাক্ষী দিবে না বলে জানায়। আসামী রফিকের বিরুদ্ধে ফৌঃ কাঃ বিঃ ৩৩৯(বি) ধারায় বিচার চলছে।

সরকার পক্ষের সাক্ষীদের জেরা হতে আসামী পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, আসামীরা নির্দোষ, তাদেরকে মিথ্যা ভাবে এই মামলায় জড়িত করা হয়েছে।

বিচার্য্য বিষয়

১। আসামীরা সংগোপনে রাত্রি বেলায় গুদাম ঘরে অনধিকার প্রবেশ করেছিল কিনা?

২। আসামীরা জব্দকৃত মালামাল সমূহ গুদাম ঘর হতে চুরি করেছিল কিনা?

৩। উক্ত গুদাম ঘর সম্পত্তি সংরক্ষনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল কিনা?

৪। আসামীরা অসাধু ভাবে উহা করিয়াছিল কিনা?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিচার্য্য বিষয় সমূহের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহনের নিমিত্তে সরকার পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য বিশ্লেষন করে দেখা যায় যে, সরকার পক্ষে ১নং সাক্ষী এই মামলার এজাহারকারী। সে এজাহারের অনুরুপ সাক্ষী প্রদান করে। সে জবানবন্দীতে উল্লেখ করে যে, ০৮.০৪.৯০ ইং তারিখে দিবাগত রাত্রি ৩.০০ টায় প্রধান ষ্টোরের সামনে গুদাম ঘরের নিকট হতে কিছু লোককে পালিয়ে যেতে দেখে। গুদাম পাহারাদার তাদের পিছনে ধাওয়া করে ধরতে ব্যর্থ হয়। গুদাম ঘরে ফিরে এসে সুলতান নামে এক চোরকে গুদাম ঘরে আটক অবস্থায় দেখতে

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

পায়। পাহারাদার সালাম, অন্যান্য ২ জন পাহারাদারকে ঘটনাস্থলে দেখে এজাহারকারীসহ অন্যান্যদেরকে খবর দেয়। এজাহারকারী ও সাক্ষীরা ঘটনাস্থলে এলে সুলতান নামে এক চোরকে দুগাম ঘরে আটক অবস্থায় দেখে এবং আসামী সুলতান স্বীকার করে যে, তার সাথে আসামী রঞ্জু, মানিক, রফিক চুরি করতে এসেছিল। এই সাক্ষী জেরায় স্বীকার করেছে যে, চোরেরা সম্পূর্ণ মালামাল নিয়ে যেতে পারে নাই। এবং সম্পূর্ণ মালামাল নিয়ে যেতে পারে নাই। এবং কোন কোন মালামাল নিয়ে গেছে তা এজাহারে উল্লেখ করে নাই। এই সাক্ষীদের জেরায় আরো স্বীকার করে যে, আসামী সুলতানকে সে গুদামে দেখেছে এবং তাকে সেখানে জিজ্ঞাসা করেছে। জিজ্ঞাসার সময় সালাম, উত্তম কুমার, অমল কুমার, আলোক বাবু, সহিদুল ইসলামসহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিল। ২নং সাক্ষী অমল কুমার, ৩ নং সাক্ষী উত্তম কুমার, ৫নং সাক্ষী আব্দুস সালাম, ৬নং সাক্ষী সহিদুল ইসলাম এই সাক্ষীরা প্রত্যেকেই জেরা জবানবন্দিতে উল্লেখ করেছে যে, আসামী সুলতানকে তারা গুদাম ঘরের মধ্যে দেখেছে এবং হাতেনাতে ধরেছে। ৪নং সাক্ষী স্বেত কুমার এই সাক্ষীও অন্যান্য সাক্ষীদের ন্যায় অনুরুপ সাক্ষী প্রদান করে। এবং জবানবন্দি ও জেরাতে বলে যে, আসামী সুলতানকে গুদাম ঘর হতে হাতেনাতে ধরা হয়েছে। ৬নং সাক্ষী সহিদুল ইসলাম একজন জব্দ তালিকার সাক্ষী, এই সাক্ষী জব্দ তালিকাও তার সহি সনাক্ত করেছে। এবং আদালতে আনীত সীলকৃত মালামাল সনাক্ত করিতে সক্ষম হয়েছে কিন্তু এই সাক্ষী জেরায় স্বীকার করেছে যে, কোন আসামীর কাছে মালামাল পাওয়া গেছে তা স্পষ্ট করে বলা নেই। ৭নং সাক্ষী আঃ সালাম তদন্তকারী কর্মকর্তা এই সাক্ষী এজাহার, সীজার লিষ্ট, সুচীপত্র, মানচিত্র প্রদর্শন করে অন্যান্য সাক্ষীদের সমর্থন করে জবানবন্দি প্রদান করেন।

উপরোক্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ১/২/৩/৪/৫ নং সাক্ষী তারা প্রত্যেকেই উল্লেখ করেছে যে, আসামী সুলতানকে গুদাম ঘরে আটক অবস্থায় দেখেছে এবং হাতেনাতে ধরেছে।

সাক্ষী নং- ১/২/৪/৫ নং এরা প্রত্যেকেই জবানবন্দিতে বলেছে যে, সুলতান তাদের কাছে স্বীকার করেছে এই চুরির সংগে আসামী মানিক রঞ্জু, রফিকও জড়িত আছে। ৩নং সাক্ষী ঘটনার সময়ের পাহাড়াদার সে জবানবন্দি বা জেরায় কোথাও আসামী মানিক রঞ্জু রফিক জড়িত আছে এমন কথা বলে নাই। এজাহারেও উক্ত ৩ জন আসামীর নাম উল্লেখ নাই। এবং গর্ভেও উক্ত আসামী মানিক, রঞ্জু, রফিক এই মামলার সহিত জড়িত মর্মে কোনকিছু বলা নেই বা আসামী সুলতান উপরোক্ত সাক্ষীদের কাছে স্বীকার উক্তিতে উল্লেখিত ৩ জন আসামীর নাম বলেছে এমন কথাও বলা নেই।

৭নং সাক্ষী জেরায় স্বীকার করেছে যে, আসামী সুলতান এর ফৌঃ কাঃ

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বিঃ ১৬৪ ধারা মতে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করা হয় নাই বা গ্রহনের জন্য আদালতে কোন আবেদনও করা হয় নাই। আসামী মানিক, রঞ্জু, রফিককে কোন সাক্ষী গুদামে প্রবেশ করতে, চুরি করতে পালিয়ে যেতে দেখে নাই। কাজেই শুধু মাত্র আসামী সুলতান, সাক্ষী ১/২/৪/৫ নং এদের কাছে আসামী রঞ্জু, মানিক, জড়িত ছিল মর্মে স্বীকার করেছে। এর ভিত্তিতে উক্ত ৩ জন আসামীদেরকে এই মামলায় দোষী সাব্যস্থ করা সমীচিন নয় বলে আমি মনে করি।

২নং সাক্ষী অমল কুমার চক্রবর্তী উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী পানি উন্নয়ন বোর্ড ঠাকুরগাঁও বোর্ড ঠাকুরগাঁও জেরায় স্বীকার করেছে যে, এসে দেখি গুদাম ঘরের বাহিরে চোরাই মালামাল কিছু পরে আছে। ৩নং সাক্ষী জবানবন্দিতে উল্লেখ করেছে যে, আমি ও স্বেত কুমার দেখি যে, মেইন ষ্টোরের পার্শ্বে কিছু মালামাল ফেলে রেখে কয়েকজন চোর আমাদেরকে দেখে পালিয়ে যায়। ৬নং সাক্ষী জব্দ তালিকার সাক্ষী, এই সাক্ষী জেরায় স্বীকার করেছে যে, কোন আসামীর নিকট হতে মালামাল পাওয়া গেছে তা স্পষ্ট করে উল্লেখ নাই। ৭ নং সাক্ষী তদন্তকারী কর্মকর্তা ও জেরায় স্বীকার করেছে, চোরাই মাল সে থানাতে হাজির করা মতে সীজ করেছে। উপরোক্ত সাক্ষ্যে প্রেক্ষিতে ইহা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আসামীদের নিকট হতে চোরাই মাল উদ্ধার হয় নাই আদালত কর্তৃক জেরায় ৩/৪নং সাক্ষী স্বীকার করেছে যে, আসামী সুলতানকে অন্যান্য চোরেরা গুদাম ঘরের গ্রীল ফাক করে গুদাম ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে দিয়েছে এবং সুলতান উক্ত গুদাম ঘর হতে চোরাই মালামাল বের করে দিয়েছে। কিন্তু গার্ডদেরকে দেখে বাহিরের চোরেরা মালামাল ফেলে সুলতানকে গুদামে ফেলে পালিয়ে যায় ফলে মালামালগুলি গুদাম ঘরের বাহিরে পাওয়া যায় এটা অনুমান করা যায় আসামী সুলতান রাত্রিতে গুদাম ঘরে চুরির উদ্দেশ্যে প্রবেশ করেছিল। উক্ত গুদাম ঘরটি পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঠাকুরগাঁও এর মালামাল রাখার কাজে ব্যবহৃত হতো এবং গুদাম ঘর হতে আসামী সুলতানকে জব্দকৃত মালামাল হস্তান্তর করেছিল। যা সরকার পক্ষের সাক্ষ্য বিশ্লেষণ এ এসেছে। কাজেই সরকার পক্ষ মামলার ১/২/৩/৪নং বিচার্য্য বিষয় প্রমান করতে সক্ষম হয়েছে মামলার এজাহার, চার্জশীট, জব্দ তালিকা সরকার পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্যে বিশ্লেষনান্তে উপরোক্ত কারনে আমার নিকট নিঃসন্দেহভাবে প্রতিয়মান হচ্ছে যে, সরকার পক্ষ নিরপেক্ষ, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাক্ষী এবং আলামত আদালতে উপস্থাপন করে আসামী সুলতান এর বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ৪৫৭/৩৮০ ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমান করতে সক্ষম হয়েছে, কাজেই আসামী সুলতানকে দঃ বিঃ ৪৫৭/৩৮০ ধারার অভিযোগে দোষী সাব্যস্থ করা যায় বলে মনে করি। আসামী রঞ্জু, মানিক রফিক এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ সরকার পক্ষ সন্দেহাতীতভাবে ও নিরপেক্ষ ভাবে প্রমান করতে ব্যর্থ হয়েছে। আসামী রঞ্জু,

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

মানিক, রফিককে দঃ বিঃ ৩৮০/৪৫৭ ধারার অভিযোগে দোষী সাব্যস্থ করা যায় না। কাজেই তারা নির্দোষ বলে মনে করি। এমতাবস্থায়

আদেশ হলো যে, আসামী রঞ্জু, মানিক, রফিককে ফৌঃ কাঃ বিঃ ২৪৫(১) ধারা মতে অত্র মামলার দঃ বিঃ ৩৮০/৪৫৭ ধারার অভিযোগ থেকে খালাস দেওয়া গেল। তারা যদি অন্য কোন মামলায় জড়িত না থাকে তবে স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করতে পারবে।

আসামী সুলতানকে ফৌঃ কাঃ বিঃ ২৪৫(২) ধারা মতে অত্র মামলার দঃ বিঃ ৪৫৭/৩৮০ ধারার অভিযোগে দোষী সাব্যস্থ করলাম এবং আসামী সুলতানকে দঃ বিঃ ৩৮০ ধারার অপরাধের জন্য ০১ (এক) বৎসর বিনশ্রম কারাদন্ড এবং ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করলাম। অনাদায়ে আসামী আরো ০১ (এক) মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড ভোগ করবে। দঃ বিঃ ৪৫৭ ধরার অপরাধের জন্য আসামী সুলতানকে ০২ (দুই) বৎসর বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ১০০০/- (একহাজার) টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করলাম। অনাদায়ে আসামী আরো ০১ (এক) মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড ভোগ করবে। উভয়ের অপরাধের সাজা আসামী একই সাথে ভোগ করবে। রায় প্রকাশ্য আদালতে ঘোষণা করা হইল। রায় নথীভুক্ত করা হউক।

রায় আমার কথামত টাইপ করা হল এবং

আমার দ্বারা সংশোধীত হলো।

স্বা/- অস্পষ্ট
২৭.০৫.৯৩
(মোঃ কোরবান আলী)
১ম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট
ঠাকুরগাঁও, সদর, ঠাকুরগাঁও।

স্বা/- অস্পষ্ট
২৭.০৫.৯৩
(মোঃ কোরবান আলী)
১ম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট
ঠাকুরগাঁও, সদর, ঠাকুরগাঁও।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত, ঠাকুরগাঁও কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং-১৫/১৯৯৩-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৪.০৫.১৯৯৫ তারিখের রায়টি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

ইহা ঠাকুরগাঁও থানার মামলা নং- ৭, তারিখ ০৯.০৪.৯০ ইং মোতাবেক জি. আর. ৫২/৯০ নং মামলায় তৎকালীন ১ম শ্রেনীর বিজ্ঞ থানা ম্যাজিস্ট্রেট, জনাব মোঃ কোরবান আলী প্রদত্ত গত ইং ২৭.০৫.৯৩ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে সাজাপ্রাপ্ত আসামী কর্তৃক আনীত আপীল।

জনাব মোঃ আঃ রউফ সরকার, সহকারী প্রকৌশলী, স্টোর অফিসার, ঠাকুরগাঁও যান্ত্রীক ষ্টোর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ঠাকুরগাঁও বিগত ০৯.০৪.৯০ ইং তারিখ অপরাহ্ন ১৩.৪৫ মিঃ সময় সময় ঠাকুরগাঁও থানায় হাতে

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

নাতে দৃত চোর মোঃ সুলতান এবং কিছু চোরাই মাল উপস্থিত করতঃ এক লিখিত এজাহার দায়ের করেন। উক্ত লিপিত এজাহারের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ছিল যে, বিগত ইঙ ০৮.০৪.৯০ তারিক দিবাগত রাত্রি প্রায় ২.৩০/৩ টার সময় ঠাকুরগাঁও পানি উন্নয় বোর্ড ঠাকুরগাঁও (অতঃপর বোর্ড উল্লেখ করা হবে) এর নৈশ প্রহরী, উত্তম কুমার কুন্ডু ও শেত কুমার বোর্ডের ষ্টোর পাহারা দেওয়া অবস্থায় ৩/৪ জন ব্যক্তিকে দৌড়িয়ে পালাতে দেখেন। তাদের পিছু ধাওয়া করে ধরতে ব্যর্থ হন। তারা গুদাম ঘরের নিকট ফিরে এসে দেখেন যে, কিছু রিপিয়ারিং স্লিপ ফর ডগ এবং ডি. পি. ক্লাম ফর এন্ট বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে। তারা উক্ত স্টোরের প্রধান নাইট গার্ড মোঃ আঃ সালামকে খবর দিলে তিনি ঘটনাস্থলে আসেন এবং অপর আরও এক ব্যক্তিকে পালাতে দেখেন। ঐ ব্যক্তিকেও তারা ধরতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। শেত কুমারকে স্টোরের পার্শ্বে এবং উত্তম কুমার কুন্ডুকে গেটে প্রহারাত রেখে প্রধান নৈশ প্রহরী এজাহারকারীসহ অন্যান্য কর্মকর্তা যথা- সর্ব জনাব মোঃ কুদ্দুস, এস, ও, জনাব মোঃ মহিদুল ইসলাম, এস, ও জনাব মোঃ আমির হোসেন, ষ্টোর কীপার জনাব অমল কুমার চক্রবর্তী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীকে ঘটনার খবর দেন এবং পুনরায় কারখানায় ফিরে আসেন। অতঃপর মোঃ আঃ সালাম হাওলাদার সকাল ৬.৩০ টায় বের হতে গুদামের ভিতরে একজন চোরকে দেখতে পান এবং চোর যাতে বের হতে না পারে সেজন্য কর্তব্যরত প্রহরীদেরকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে বলেন। এজাহারকারী উক্ত সংবাদ ইং ০৯.০৪.৯০ তারিখ অনুমান সকালে টেলিফোনযোগে থানায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে আলাপ করেন। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঐ তারিখে সকাল প্রায় ৭.৩০ টায় ঘটনাস্থলে আসেন। তাকে গুদাম ঘরে আটককৃত চোর এবং গুদাম ঘরের পার্শ্বে বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়ে থাকা মালামাল দেখান। তার নির্দেশে গুদাম ঘর তেকে চোরকে বের করা হয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায় যে, তার নাম সুলতান। বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকা রিপিয়ারিং স্লিপ ফর ডক-এ রক্ষিত মজুদ বহি পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, ১৩টি কম আছে, যা চুরি গেছে বলে তিনি ধারনা করেন।

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপরোক্ত লিখিত এজাহার পেয়ে নিয়মিত মামলা রুজু করেন এবং উক্ত থানার দারোগা মোঃ আঃ সালাম এর উপর তদন্তভার অর্পন করেন। তদন্তকারী দারোগা তদন্ত অন্তে আসামী সুলতানসহ অপর ৪ জনের বিরুদ্ধে দঃ বিঃর ৪৫৭/৩৮০/৪১১ ধারার অভিযোগে অভিযোগ পত্র দাখিল করেন। মামলাটি বিচারের জন্য প্রস্তুত হলে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট নিজ বিচারের ফাইলে গ্রহন করেন।

আসামীগনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানের জন্য বাদী-রাষ্ট্রপক্ষে মোট ৭ জন সাক্ষ্য প্রদান করেন। সাক্ষ্য গ্রহন শেষে বিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীগনকে ফৌঃ কাঃ বিঃর ৩৪২ ধারার বিধানে পরীক্ষা করেন।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

সাক্ষ্য প্রমানে আসামী মোঃ সুলতান আলী (আপীলকারী)কে দঃ বিঃর ৩৮০ ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্থ করতঃ ১ বৎসর বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ১,০০০/- টাকা জরিমানা, জরিমানা অনাদায়ে আরও ১ মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং দঃ বিঃর ৪৫৭ ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্থ করতঃ ২ বৎসর বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ১,০০০/- টাকা জরিমানা, জরিমানা অনাদায়ে আরও ১ মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন এবং উভয় সাজা একসাথে ভোগ করার নির্দেশ প্রদান করেন। উক্ত আদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে সাজা প্রাপ্ত আসামী মোঃ সুলতান আলী অত্র আপীল দায়ের করেন।

বিচার্য বিষয়

১। তর্কিত রায় ও দন্ডাদেশ সঠিক কি?

২। আপীলকারী সাজাপ্রাপ্ত আসামী প্রার্থীত প্রতিকার পাবেন কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিচার্য বিষয় নং- ১ ও ২ঃ-

আলোচনার সুবিধার্থে উভয় বিচার্য বিষয় একত্রে গ্রহন করা হলো। আপীলকারী-সাজাপ্রাপ্ত আসামী অতঃপর (সাজাপ্রাপ্ত আসামী উল্লেখ করা হবে) পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী মহোদয় বলেন যে, রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীগন আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে ব্যর্থ হওয়া সত্বেও বিজ্ঞ নিম্ন আদালত ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত গ্রহন করতঃ তর্কিত রায় ও দন্ডাদেশ দ্বারা আসামীকে সাজা প্রদান করেছেন। ফলে উহা রদ-রহিত হবে। উপরোক্ত বক্তব্যের বিরোধীতা করতঃ রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ এ, পি, পি মহোদয় বলেন যে, তর্কিত রায় ও দন্ডাদেশ সঠিক। কাজেই উহা বহাল থাকবে এবং অত্র আপীল ডিসমিস হবে।

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী মহোদয়গণের রক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্ন আদালতের নথি, সাক্ষ্য প্রমানাদি এবং তর্কিত রায় ও দন্ডাদেশ পরীক্ষা করা হলো। নথি পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, আসামীগনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমানের জন্য রাষ্ট্রপক্ষ মোট ৭ জন মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। ১নং সাক্ষী মোঃ আঃ রউফ সরকার, এজাহারকারী, তিনি এজাহারের বক্তব্য সমর্থন পূর্বক জবানবন্দী প্রদান করেছেন। তিনি এজাহার ও জব্দ তালিকা এবং তার প্রদত্ত স্বাক্ষর প্রদর্শন পত্র হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি চোরাই উদ্ধারকৃত মালামাল আদালতে সনাক্ত করেছেন এবং আসামী সুলতানকে ডকে সনাক্ত করেছেন। এই সাক্ষী এক জেরার উত্তরে বলেন যে, ০৮.০৪.৯০ ইং তারিখে ঘটনা এবং এজাহার দায়ে করা হয়েছে। ০৯.০৪.৯০ ইং তারিখে। এজাহারে এই বিলম্বের কারন উল্লেখ নেই মর্মে স্বীকার করেছেন। এই সাক্ষীর উপরোক্ত বক্তব্যের সাথে লিখিত এজাহার পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, কথিত ঘটনা ঘটেছিল ইং ০৮.০৪.৯০

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

তারিখ দিবাগত রাত্রি ২.৩০/৩ টার সময়। ইহাকে ইং ০৯.০৪.৯০ তারিখের পূর্বাহ্নে ২.৩০/৩ টা বলা যায়। এজাহার পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, ০৯.০৪.৯০ ইং তারিখ সকলেই ঘটনার বিষয় থানার সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিল এবং সকাল প্রায় ৮.৩০ টায় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে এসেছিলেন। উপরোক্ত বিষয়টি পর্যালোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে, অত্র এজাহার দায়েরে অস্বাভাবিক বিলম্ব পরিলক্ষিত হয় না। ১নং সাক্ষী তার জবানবন্দীতে বলেছেন যে, আসামী সুলতান চুরির ঘটনা স্বীকার করেছিলেন এবং তার সংগী হিসাবে আসামী রঞ্জু, মানিক ও রফিকের নাম বলেছিলেন। এই প্রসংগে আসামী কর্তৃক জেরার উত্তরে এই সাক্ষী বলেছেন যে, এজাহারে উপরোক্ত সংগীদের নাম উল্লেখ করা নেই। ৭নং সাক্ষী তদন্তকারী দারোগা তার সাক্ষ্য পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, আসামী কোন স্বীকারোক্তি করেছিলেন এমন কোন বক্তব্য ফৌঃ কাঃ বিঃর ১৬৪ দারার বিধানে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। অন্যান্য সাক্ষীগন তাদের জবানবন্দীতে এবং জেরাতে ধৃত আসামী ব্যতীত অন্যান্য আসামীগণের নাম ধৃত আসামী উল্লেখ করেছিলেন তা বলেছেন। কিন্তু যেহেতু এজাহারে আসামী কর্তৃক স্বীকারোক্তির বিষয় উল্লেখ নেই সেহেতু অন্যান্য আসামীগনকে অত্র ঘটনার সাথে জড়িত করা যায় না। রাষ্ট্রপক্ষের সকল সাক্ষীই এক বাক্যে বলেছেন যে, আসামী সুলতানকে গুদাম ঘরের ভিতরে আটক অবস্থায় পাওয়া যায় এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নির্দেশে উক্ত দুগাম ঘর থেকে বের করা হয়। কাজেই আসামী অসৎ উদ্দেশ্যে অপথে গুদাম ঘরে রাত্রিতে অনুপ্রবেশ করেছিলেন তা সাক্ষীগন প্রমান করতে সক্ষম হয়েছেন।

আসামী সুলতান চুরি করার উদ্দেশ্যে রাত্রিতে অপথে অর্থাৎ গুদাম ঘরের গ্রীল ফাক করে গুদাম ঘরে প্রবেশ করেছিলেন এবং গুদাম ঘর থেকে এজাহারে বর্নিত মালামাল চুরির উদ্দেশ্যে অপসারন করেছিলেন। গুদাম ঘরের বাইরে এলোমেলো ভাবে পড়ে থাকা রিপেয়ার স্লিপ ফর ডগ অন্যান্য চোরের সাহায়তায় সরাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এক কথায় বলা যায় যে, এজাহারে বর্নিত মালামাল তিনি গুদাম ঘর থেকে অপসারন করতঃ দন্ডনীয় অপরাধ করেছিলেন যা দঃ বিঃর ৩৮০ ধারার অধীন।

উপরোক্ত পর্যালোচনার আলোকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে, রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীগন আসামী সুলতানের বিরুদ্ধে আনীত দঃ বিঃর ৫৪৭/৩৮০ দারার অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অন্যান্য আসামীগণের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমান করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কাজেই তারা খালাস পাওয়ার যোগ্য ছিলেন। তর্কিত রায় দন্ডাদেশ পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট সঠিক পর্যালোচনা ক্রমে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহন করতঃ আসামী সুলতনকে দন্ড প্রদান করেছেন। ফলে উহা সুদৃঢ় হওয়ার যোগ্য।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

অতএব,

হুকুম হয় যে,

অত্র ফৌজদারী আপীল মামলাটি নামঞ্জুর হয়। তর্কিত রায় ও দন্ডাদেশ এতদ্বারা সুদৃঢ় হয়। নিম্ন আদালতের নথি ফেরত প্রদান করা হোক।

আমার নির্দেশে লিখিত ও সংশোধিত

স্বা/- মোজাহার হোসেন
০৪.০৫.৯৫ ইং
অতিঃ দাঃ জজ, ঠাকুরগাঁও।

স্বা/- মোজাহার হোসেন
০৪.০৫.৯৫ ইং
অতিঃ দায়রা জজ, ঠাকুরগাঁও।

গুরুত্বপূর্ন বিধায় বাদীপক্ষের সাক্ষীসমূহ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

পি, ডাব্লিউ- ১

মোঃ আব্দুল রউফ সরকার

আমার নাম আব্দুল রউফ সরকার। আমি এই মামলার এজাহারকারী। গত ৮/৪/৯০ তারিখে দিবাগত রাত্রিতে মেইন কোর্টের সামনে গুদাম ঘরে কিছু বৈদ্যুতিক মালামাল চুরী হবার সময় রাত্রি ২$\frac{১}{২}$ টা ৩টা । ঐ সময় গুদাম পাহারাদার গুদাম ঘরের নিকট হতে কিছু লোককে দৌড়ে পালিয়ে যেতে দেখে তাদের পিছনে ধাওয়া করে কিন্তু তাদেরকে ধরতে না পেয়ে তারা ফিরে আসে এবং গুদাম ঘরে সুলতান নামে সুলতান নামে এক চোরকে আটকা পরা অবস্থায় দেখতে পায়। Night Guard হিসাবে নিযুক্ত সালাম তখন অন্যান্য দুইজন গার্ডকে ঐ খানে রেখে আমাদেরকে খবর দেয়। খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে এসে একজনকে থাকা অবস্থায় পায়। তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে তার নাম বলে সুলতান । সে চুরীর ঘটনা স্বীকার করে। তার সাথে অন্যান্য আসামী রঞ্জু, মাসিক, রফিক ছিল বলে স্বীকার করে। গার্ডদেরকে ঐখানে রেখে এম.ডি. অমল কুমার চক্রবর্তী থানায় টেলিফোন করে। থানা থেকে ওসি সাহেবে নিজেই আসেন। আমরা তাকে ধৃত চোর ও চুরীর মালামাল দেখায়। আমার ধৃত চোকরকে নিয়ে এসে লিখিত এজাহার করি। এই সেই লিখিত এজাহার প্র:-১ এবং এই সেই লিখিত এজাহার। আমার সহি $\frac{১}{২}$ । এই সেই জব্দ তালিকা প্র: ২ । এই সেই জব্দ তালিকায় আমার স্বাক্ষীর- ২/১। এই সেই জব্দ তালিকা প্র: ৩। এই সেই জব্দ তালিকায় আমার স্বাক্ষীর প্র: ৩/১। এই সেই চোরাই উদ্ধারকৃত মালামাল যা আদালতে আনা হয়েছে। আসামী সুলতান ডকে

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

উপস্থিত। তদন্তকারী অফিসার আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন।

XXX

আমি লিখিত এজাহার দিয়েছিলাম। এজাহার দিয়েছে ৮/৪/৯০। এজাহারে দেরীর কারণ বর্ননা নেই থানা থেকে ঘটনাস্থলের দূরত্ব প্রায় $\frac{১}{২}$ কি.মি। এজাহার উল্লেখ নাই যে, আসামী সালাম স্বীকার করেছে যে, তার সাথে আসামী রঞ্জু, রফিক, মানিক ছিল। ঘটনাস্থল সম্পূর্ণ সংরক্ষিত এলাকা। রাত্রে তিন জন পাহাড়াদার রাত্রে থাকে। দিনে ২ জন। এরা পালাক্রমে ডিউটি দেয়। ঘটনাস্থলের গুদাম ঘরটার দরজায় গ্রীল দেয়া আছে তাতে তালাচাবী দেয়া থাকে। চারিদিকে প্রাচীর আছে। বাহির থেকে সহজে লোক প্রবেশ করতে না পারে এমন ব্যবস্থা করা আছে। Night Guard রা বহাল তবীয়তে চাকুরীতে আছে। তাদের বিরুদ্ধে Departmental কোন প্রকার ব্যবস্থা নেয়া হয় নাই। চোররা সম্পূর্ণ মালামাল নিয়ে যেতে পারে নাই। কোন কোন মাল চোররা নিয়ে গেছে তা এজাহারে বলা নেয়। পাহারার দায়িত্ব নিযুক্ত Night Guard to। ওয়ার্কসপের সামনে দিয়ে একটা হাই রোড গেছে সেটা দিয়ে সব সময় লোকজন চলাফেরা করে। আসামী সুলতানকে মারপিঠ করতে দেখি নাই। সুলতানকে আমি গুদামে দেখেছি। সে সাথে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। সেখানে সালাম হাওলাদার উত্তম কুমার, অলোক বাবু, অমল কুমার, মহিদুল ইসলাম আর অনেকে ছিল। আমি ছাড়া তাকে আর অন্যকেও জিজ্ঞাসাবাদ করি। তাকে সকাল ৮-৮$\frac{১}{২}$ টার দিকে জিজ্ঞাসাবাদ করছি। কতক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করেছি বলতে পারবো না। আমি প্রায় তিন বছর যাবত চাকরী করছি। নুরুল ইসলাম নামে একজনের চাকরী গেছে (অপাঠ্য) তা আমার জানা নেই। ইহা সত্য নহে যে, আসামী সুলতানকে গুদামের ভিতর হাতে নাতে গার্ডরা ধরে নাই। এসে সত্য নহে যে, সুলতানকে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে এসে গার্ডদেরকে বাচানোর জন্য এই মিথ্যা মামলা করেছি। সত্য নহে যে, সুলতান কোন প্রকার স্বীকার উক্তি করে নাই। সত্য নহে মিথ্যা সাক্ষী দিলাম। আমার অফিসের তদন্তকারী অফিসার জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল।

স্বাক্ষরঃ- অস্পষ্ট

২৫.১১.৯২

পি, ডাব্লিউ- ২

অমল কুমার চক্রবর্তী

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

আমার নাম অমল কুমার চক্রবর্তী। উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী, ঠাকুরগাঁও পানি উন্নয়ন বোর্ড। ঘটনার তাং ৮/৪/৯০ দিবাগত রাত্রি ২$\frac{১}{২}$ টা ৩টা। ৯/৪/৯০ তারিখে সকাল বেলা ৬টায় আমাদের হেড গার্ড আ: সালাম হাওলাদার আমার বাসায় গিয়ে জানায় যে, গত রাত্রে স্টোরের চুরী হয়েছে এবং একজন চোর আটকাবস্থায় আছে। তৎক্ষনাৎ আমি ঘটনাস্থলে যাই এবং মেইন স্টোরের পার্শ্বে একটা ছোট স্টোররুমে আটক চোর সুলতান আলীকে দেখতে পাই। তাকে জিজ্ঞাসাবাবাদ করে থামতে পারি তার সাথে আর কয়েকজন চোর ছিল তাদের নাম রসুল, রফিক, মানিক। ঐ সময় ঘটনাস্থলে আব্দুল রউফ সরকার উপস্থিত ছিলেন। চোরাই মালামাল সহ চোরকে থানায় নিয়ে যায় এবং লিখিত এজাহার দায়ের করা হয়। অদ্য চোরাই মালামাল আদালতে আনয়ন করা হয়েছে এবং তাকে সুলতান আলী উপস্থিত আছে। তদন্তকারী কর্মকর্তা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন।

XXX

পুলিশ ৯.৪.৯০ ইং তারিখে দুপুর বেলা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। পরেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল তবে তারিখ মনে নাই থাকলে আমার রুমে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। অন্যান্য ২ জন সাক্ষীকে কখন কোথায় জিজ্ঞাসাবাদ করছে বলতে পারবো না। আসামী সুলতানকে সকাল বেলা দেখি। এসে দেখি যে, গুদামের বাহিরে চোরাই মালামাল কিছু পরে আছে। তার গুদাম ঘরের তালা খোজার ব্যবস্থা করি। কয়েক ঘন্টা পরে আসামী সুলতানকে তালা ঝুলে প্রায় ৯টার সময় গুদাম থেকে বের করা হয় যে রুমে ডুকা ছিল তার সামনে আসামীকে বের করা হয়। আসামীকে মারধর করতে দেয়া হয় নাই। পুলিশ বেলা ১১টায় এসেছিল। পুলিশের সামনেও বেলা ১১টার জিজ্ঞাসা করা হয়। বেলা ১$\frac{১}{২}$ টার দিকে আসামীকে আমরা প্রেরণ করা হয়। ঘটনাস্থল সংরক্ষিত এলাকা। সেখানে গার্ড থাকে। চারিদিকে প্রাচীর আছে। হেফাজতের দায়িত্ব নাইট গার্ডের। ভিতরে লোকপ্রবেশ করা এটা নাইট গার্ডের অবহেলা নহে কারণ বিরাট এলকা নিয়ে আমাদের চত্বর। নূরুল ইসলাম নামে একজন নিরাপত্তা গার্ডের চুরীর বিষয়ে তার বিরুদ্ধে মামলা করলে তার সাজা হয় এবং চাকুরীচ্যুত হয় সত্য নহে যে, সুলতানকে হাতেনাতে ধরা হয় নাই, যে কোন প্রকার স্বীকার উক্তি দেয় নাই। সত্য নহে মিথ্যা মামলা দিলাম।

স্বাক্ষরঃ- অস্পষ্ট

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

২৫.১১.৯২

পি, ডাব্লিউ- ৩

শ্রী উত্তম কুমার

আমার নাম উত্তম কুমার। আমি পানি উন্নয়ন বোর্ডের একজন পাহারাদার। আমি ৮.৪.৯০ তারিখে দিবাগত রাত্রি ১০ টা থেকে ৬টা পর্যন্ত ঘটনাস্থলের পাহারাদার ছিলাম। আমি ও শেত কুমার পাহারা দিতে ছিলাম। রাত্রি ২$\frac{১}{২}$ টার দিকে আমি ও শেত কুমার দেখি যে কয়েকজন চোর মেইন স্টোরের পার্শ্বে কিছু মালামাল ফেলে রেখে আমাদেরকে দেখে দৌড়ে পালিয়ে যায়। আমরা তাদের পিছনে ধাওয়া করি। তাদেরকে ধরতে পারি না। ফিরে এসে গুদামে নাইট করে গুদামে দেখি যে, চোর ভিতরে আছে। আমি তখন শেত কুমারকে ঐ খানে রেখে হেড গার্ড সালামকে খবর দেয়। সালাম আমাদেরকে ঐ খানে রেখে ভোর ৫টার দিকে আমাদের অফিসারকে খবর দেয়। তারা এসে ঘটনাস্থলে এবং তালা খুলে চোরকে ধৃত করে এবং থানায় খবর দেয়। ওসি এসে চোরকে সহ মালামাল থানায় নিয়ে যায়। তদন্তকারী অফিসার থানকে কিছুটা জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন।

XXX

আমার সাথে নূরুল ইসলাম নামে এক গার্ড চাকুরী করে। তার চাকুরী নাই। তার বিরুদ্ধে চুরীর দায় কেমন হয়েছিল এবং সাজা হয়েছিল। ঐ দিন আমরা দুই জন একসাথে পাহাড়া দিতে ছিলাম। আমরা যে সব চোরের পিছনে ধাওয়া করেছিলাম। তাদেরকে চিনতে পারি। আমাদের এরিয়া প্রাচীর পর্যন্ত ধাওয়া করেছিলাম। প্রাচীর প্রায় ৫'' উচু হবে। ১০/১৫ মিনিট পর আমরা ঘটনাস্থল গুদামে আসি। গুদামে চোর দেখে সালামকে ডাকতে পায়। সালাম গার্ড রাত্রি ৩ টার দিক আসে।আমরা সবাই মিলে আর একজন চোরকে ধাওয়া করি। To Court (গুদাম ঘরের তালা লাগানো ছিল। বাকী অফিসারের কাছে থাকে। গুদাম ঘরের দরজার গ্রীল বাঁকা করে অন্যান্য চোর একজনে ভিতরে প্রবেশ করেছিল গ্রীল ফাঁকা অবস্থায় ছিল।) চোরকে ঢুকার সময় আমি দেখেছি। ৬টার পর (অপাঠ্য) অফিসার আসে এবং তালাঝুলে তখন আমি সেখানে আসলাম। সত্য নহে যে, গুদামে কোন চোর ছিল না। তাকে সুলতানকে হাতে নাতে ধরা পরে নাী সত্য নহে আমি মিথ্যা সাক্ষী ছিলাম।

স্বাক্ষরঃ- অস্পষ্ট

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

২৫.১১.৯২

পি, ডাব্লিউ- ৪

শ্রী শ্বেত কুমার

ঘটনার তারিখ ৮/৪/৯০ তারিখে আমি রাত্রি ১০টা থেকে ৬টা পর্যন্ত পাহারাদার ডিউটিতে ছিলাম। সঙ্গে উত্তম কুমার ছিল। রাত্রি ২$\frac{১}{২}$ টা ৩টার দিকে আমরা কয়েকজন চোরকে ওয়াকশপের মধ্যে দেখতে য়ে তাদেরকে ধাওয়া করি কিন্তু তাদেরকে ধরতে পারি নাই। প্রত্যেকে স্টোরের তালা চেক করি। টর্চের আলোতে একটা চোরকে স্টোরের মধ্যে আটকাবস্থায় দেখি। সেখানে উত্তম আমাকে রেখে আমাদের হেড গার্ড সালামকে খবর দেয়। সালাম আসেন। তারপর আমরা আর একটা চোরকে দেখতে পেয়ে তাকেও ধাওয়া করি কিন্তু ধরতে পারি না। সেখানে থানায় প্রায় ৬টা পর্যন্ত পাহাড়া দেয় ৬টার দিকে অফিসারকে খবর দিলে। তারা আসেন। থানায় খবর দেন। থানা থেকে পুলিশ এসে চোরকে থানায় নিয়ে যায়। ধৃত চোরকে জিজ্ঞাসা করলে সে অন্যান্য চোর রফিক, রসুদ ও মমিনের নাম বলে। তদন্তকালে দারোগা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। সীজকৃত মালামাল আদালতে থানায় সুলতান ও অন্যান্য চোর ডকে আছে।

XXX

আমি ও উত্তম কুমার একসাথে প্রথমে ৩ টার দিকে একসাথে চোরকে ধাওয়া করি। দুই জনেই একই সাথে গুদামের ভিতরে চোরকে দেখি। সালামকে উত্তম কুমার প্রায় ৩-১৫ টার ডাকতে গিয়েছিল। পুলিশ আমাকে ৯/৪/৯০ তারিখেল সকাল ৬টায় জিজ্ঞাসা করেছিল। ৬টা পর্যন্ত ডিউটি ছিল। ডিউটি শেষ করার পর আমি বাসায় চলে আসি। সত্য নহে যে ঐ দিন দিবাগত রাত্রে কোন চোরকে ধাওয়া করি নাই। সুলতান চোরকে হাতে নাতে ধরি নাই, সে সুলতান স্বীকার উক্তি করে নাই। সত্য নহে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম।

To Court-

(সুলতানকে চোররা গ্রীল ফাকা করে গুদামে ভিতরে প্রবেশ করিয়েছিল। গ্রীল ছেড়ে দিলে ওটা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় আসে।)

স্বাক্ষরঃ- অস্পষ্ট
২৫.১১.৯২

পি, ডাব্লিউ- ৫

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

আব্দুস সালাম

আমি যান্ত্রিক বিভাগের হেড ক্লার্ক। গত ৮/৪/৯০ দিবাগত রাত্রিতে ১০টায় পানি উন্নয়ন বোর্ড যান্ত্রিক কারখানা ও অন্যান্য স্টোরের গার্ডদেরকে ডিউটিতে নিয়েঅজিত করে বাড়ীতে চলে যায়। যান্ত্রিক কারখানায় গার্ড ছিল উত্তম কুমার ও শ্বেত কুমার। রাত্রি ২$\frac{১}{২}$ টায় গার্ড উত্তর থানার স্যারকে আমাকে খবর দেয় যে, ''একদল চোর চুরী করার জন্য কারখানায় প্রবেশ করে এবং তাড়া পেয়ে পালিয়ে গেছে আমার মনে হয় আর চোর আছে।'' আমি কারখানায় যেতে একটা চোর পালিয়ে যায় আমরা তাড়া করে তাকে ধরতে পারি নাই। কারখানায় খুজাখুজির পর একটা স্টোরের সুলতান নামে একদল চোরকে স্টোরের পায়। গার্ডদের কড়া পাহাড়ার ব্যবস্থা করি যাতে স্টোরে আটককৃত চোর প্রবেশ করতে না পারে। ভোর হতে হতে এম.ডি সাহেবকে ডেকে আনি এবং চোরকে জিজ্ঞাসাবাদ করি। আসামী সুলতান স্বীকার করে যে আসামী সুলতান স্বীকার করে যে আসামী রফিকুল ও শফিক ছিল। এই সেই মালামাল যা দারোগা সাহেব সীজ করে। থানায় এজাহার করা হয়। তদন্তকারী দারোগা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।

XXX

১৯৮২ সালের ১৪ই জুলাই হতে চাকুরী করছি। নুরুল ইসলাম নামে একজন গার্ড চোরাই মালসহ ধরা পরেছিল তাই তার চাকুরী চলে গেছে। ইহা আমি শুনেছি। চোরটা সংরক্ষিত এলাকা তবে প্রাচীর দিয়ে লোক যাতায়াত করতে পারে। আমরা আমি চোর উক্ত প্রাচীর এলাকয় ভিতরে আসতে পারি। উক্ত প্রাচীর দিয়ে লোক যাতায়াত করতে পারে। আমরা (অপাঠ্য) চোর উক্ত প্রাচীর এলাকার ভিতরে আসতে পারে। উক্ত প্রাচীর এলাকায় চোর ভিতরে আসতে পারে। ইহা জানা সত্ত্বেও আমরা Preventive কোন ব্যবস্থা নেয় নাই। কারণ গার্ড থাকে। ২$\frac{১}{২}$ টায় আমি ব্যারাকে ছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি চলে আসি। ১৫ মিনিট পর আমি ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। চোর সুলতানকে দৌড়ে ধরি নাই। তাকে ঢুকতে আমি বা আমরা কেহ দেখিনাই। ভিতরে দেখেছি। গার্ডদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে কিন্তু Departmental Action নেয়া হয় নাই। আমি ভোর হওয়া পর্যন্ত গার্ডদের সাথে ঘটনাস্থলে ছিলাম। খবর দিয়ে এম.ডি সাহেব সহ কারখানায় আমি। তারপর চোরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সকাল ১০/১১ পর্যন্ত আসি, এম.ডি সাহেব ঘটনাস্থলে ছিলাম। আনুমানিক সকাল ১০টায় আমার লোক গিয়েছিল।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

চাবী থাকে স্টোর কীপারের কাছে। থানায় আসামীকে দিয়ে আসার পর আমি ঘটনাস্থল থেকে চলে যায় প্রায় ১১টায়। ৯.৪.৯২ তারিখে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল ও ওয়ার্কসপের ভিতরে। সত্য নহে যে কোন চোরকে হাতে নাতে ধরি নাই। স্বীকার উক্তি করে নাই। সত্য নহে আমি মিথ্যা সাক্ষী ছিলাম।

স্বাক্ষরঃ- অস্পষ্ট
৭.১২.৯২

পি, ডাব্লিউ- ৬

সহিদুল ইসলাম

আমি জব্দ তালিকায় সহি করেছি। এই থানার জব্দ তালিকায় স্বীকার প্র: ২/২ ও ৩, ৩/২। জব্দকৃত মালামাল আদালতে আছে।

XXX

কোথা হতে সীজ করা হল সিজার লিখে লিখা আছে বাদী আ: রউফ কর্তৃক থানায় হাজির করা মতে । কোন আসামীর কাছে মালামাল পাওয়া গেছে তা স্পষ্ট করে উল্লেখ করা নেই।

স্বাক্ষরঃ- অস্পষ্ট
২৪.১২.৯২

পি, ডাব্লিউ- ৭

মোঃ আব্দুস সালাম

আমি এই মামলার তদন্তকারী অফিসার। গত ৯/৪/৯০ তারিখে আমি ঠাকুরগাঁও থানায় সাব-ইন্সপেক্টর হিসাবে কর্মরত ছিলাম। বাদীর লিখিত এজাহার মোতাবেক ঐদিন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব নূর-ই আলম সাহেব মালামাল রুজু করে থানার উপর তদন্তভার অর্পণ করেন। আমি তার স্বাক্ষর চিনি।এই সেই এজাহার এবং এই সেই এজাহার তার স্বাক্ষর প্র: ১/২। ঘটনাস্থলে সরেজমিনে পরিদর্শন করি এবং খসড়া মানচিত্র সূচীপত্র তৈরী করি। আলামত ও চোরাই উদ্ধারকৃত মালামাল সীজ করি। এই সেই সিজার লিস্ট এবং আমার স্বাক্ষর প্র: ২, ২/৩, ৩, ৩/৩ (দুইটা সীজার লিস্ট)। আলামত কোর্টে হাজির করা হয়েছে। তদন্ত ও সাক্ষ্য প্রমাণে আসামীদের বিরুদ্ধে দ: বি: ৪৫৭/৩৮০/৪৪১ ধারায় অভিযোগ পত্র দাখিল করি। এই থানায় তৈরি করা মানচিত্র প্র: ৪ ও স্বাক্ষর ৪/১। এই সেই সূচীপত্র ও স্বাক্ষর প্র: ৫, ৫/১

XXX

ঘটনার তাং ৮/৪/৯০, এজাহারের তারিখ ৯.৪.৯৩ ঘটনাস্থল

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

হতে থানার দূরত্ব ১$\frac{১}{২}$ মাইল। পায়ে $\frac{১}{২}$ ঘন্টা এবং মটর সাইকেলে প্রায় ৩/৪মিনিট সময় লাগতে পারে। এজাহার দেরীর কোন কারণ উল্লেখ নাই। সুলতান স্বীকার করেছে যে থানার সাথে রঞ্জু, মানিক ছিল একথা এজাহারে লিখা নাই। Stolen Property আমি থানাতে বাদীর হাজির করা মতে সীজ করেছি। আলামত ঘটনাস্থল হতে সীজ করেছি। ঘটনাস্থল সংরক্ষিত এলাকা। ডিপার্টমেন্ট থেকে নাইট গার্ড থাকে। তারা পাহাড়া দেয়। সুলতানকে গুদামে প্রবেশ করতে দেখেছে এমন কথা কেহ বলে নাই। সাক্ষী অমর কুমারকে ঘটনাস্থলে ৯/৪/৯০, উত্তম কুমার আ: ছালামকে ১৭/৪/৯০ তারিখে ঘটনাস্থলে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। আসামী সুলতানকে ১৬৪ ধারা মতে জবানবন্দী করার জন্য আদালতে প্রার্থনা করি নাই বিভাগীয় লোক সাক্ষী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিকে মান্য করি নাই। সত্য নহে যে আমি সরেজমিনে তদন্ত করি নাই। সত্য নহে যে, মনগড়া অভিযোগপত্র দিয়েছি। ঘটনাস্থল হতে হাইরোড দূরে আছে। সত্য নহে যে, সুলতানকে ঘটনাস্থলে ধরা হয় নাই। সত্য নহে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম।

স্বাক্ষরঃ- অস্পষ্ট
১৩.৪.৯৩

স্বীকৃত মতেই গুদাম ঘরের দরজায় গ্রীল দেওয়া ছিল এবং তাতে তালাচাবী মারা ছিল। চারিদিকে প্রাচীর আছে। বাহির থেকে লোক প্রবেশ করতে না পারে তেমনি ব্যবস্থা আছে। আদালতে জিজ্ঞাসায় পি, ডাব্লিউ- ৩ উত্তম কুমার বলে, ‘‘৬.০০ টার পর অফিসার আসে এবং তালা খুলে।’’ গুদাম ঘর তালা চাবি মারা ছিল এবং চাবি ছিল অফিসারের কাছে এবং সাক্ষীদের সাক্ষ্য মতে সকাল ৬.০০ টায় অফিসার এসে গুদামের তালা চাবি খুলে আসামী-আপীলকারী দরখাস্তকারী সুলতানকে বাহির করে। প্রশ্ন হলো আসামী গুদাম ঘরে ঢুকলো কিভাবে? চাবি ছাড়া বন্ধ গুদাম ঘরে প্রবেশ করা অসম্ভব। হেড ক্লার্ক আব্দুস সালাম পি, ডাব্লিউ- ৫ হিসেবে জেরায় বলেছেন যে, ‘‘নুরুল ইসলাম নামে একজন গার্ড চোরাই মালসহ ধারা পড়েছিল তার চাকুরী চলে গেছে।’’ ফলে এটা প্রতীয়মান যে, গার্ডদেরকে বাঁচানোর জন্য অত্র আসামী দরখাস্তকারী সুলতানকে রাস্তা থেকে ধরে এনে গুদাম ঘরের তালা খুলে তাকে ভিতরে ঢুকিয়ে অত্র মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে প্রসিকিউশন পক্ষ। সাবির্ক পর্যালোচনায় অত্র রুলটি চূড়ান্ত হওয়ার যোগ্য।

অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র রুলটি চূড়ান্ত করা হলো।

বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, ঠাকুরগাঁও কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মোকদ্দমা নং- ১৫/১৯৯৩-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৪.০৫.১৯৯৫ তারিখের রায় ও আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

আসামী-দরখাস্তকারী মোঃ সুলতান ওরফে মোঃ সুলতান আলীকে উক্ত মোকদ্দমার অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং তাকে বেকসুর খালাস প্রদান করা হলো।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আসামী-দরখাস্তকারী এবং তার জামিনদারকে জামিননামার দায় থেকে অব্যাহিত প্রদান করা হলো। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ